বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ -অষ্ট্রেলিয়ার

বিজয় দিবস ২০১০

আহমেদ সাবের

বিকেল থেকেই মেঘের ঘনঘটা; বৃষ্টি আসছে আর যাচ্ছে। ষোলই ডিসেম্বর সাপ্তাহের মাঝখানে পড়াতে, বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে উনিশে ডিসেম্বর, রবিবারে। একই দিনে দুটো অনুষ্ঠান – একটা দুপুরে আর আরেকটা সন্ধ্যে বেলা। কাজ ছিল বলে দুপুরের প্রোগ্রামটা ছাড় দিতে হয়েছে। আকাশের যে অবস্থা, ভাবছি, সন্ধ্যের প্রোগ্রামটাও কি মিস হয়ে যাবে? যাক, কপাল ভাল। সাতটায় অনুষ্ঠান শুরু হবার কথা; যেতে লাগবে আধা ঘন্টার মত। বিকেল ছটা বাজতে বৃষ্টি ধরে এলো। সাড়ে ছটা বাজতে বেরিয়ে পড়লাম। পথে বেরিয়ে বোকা বনে গেলাম। রাস্তায় এত যানযট হবে ভাবতে পারি নি। তার উপর ভেনুটাও অচেনা। হলে পৌছাতে পৌছাতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। হলের সামনে গাড়ী পার্ক করে সামনে কাউকে না দেখে ভাবছি, দেরী বুঝি হয়ে গেল?

হলে ঢুকে বুঝলাম, না দেরী হয় নি। হল প্রায় অর্ধেক ফাঁকা। কর্মকর্তাদের এক জনকে ডেকে কথা বলতেই জানলাম, তিনি হারুন রশীদ আজাদ। বিভিন্ন ইন্টারনেট সাইটে এবং সাময়িকীতে তার তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পড়েছি অনেক বার। তিনি ব্যাস্ত সমস্ত হয়ে অনুষ্ঠানের যোগাড়যন্ত্র করছিলেন। এরই মাঝে সময় দিয়ে অনুষ্ঠানসূচী জানিয়ে দিলেন।

রাত আটটায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি জনাব মিজানুর রহমান তরুন সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘোষনা করলেন। এর পর একে একে বক্তৃতা করলেন উনিশ শ একাত্তর এর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সিডনীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষের অন্যতম সংগঠক জনাব নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ অষ্ট্রেলিয়ার সাধারন সম্পাদক জনাব হারুন রশীদ আজাদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অষ্ট্রেলিয়ার জনাব আনিসুর রহমান রীতু এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধার সন্তান সংগঠনের আহ্বায়ক জনাব জসিম উদ্দিন চৌধুরী।

প্রধান অতিথি, ক্যান্টাবারি সিটি কাউন্সিল এর সন্মানিত মেয়র মিঃ রবার্ট ফারোলো তার বক্তৃতায় ক্যান্টাবারি এলাকার উন্নয়নে বাংলাদেশীদের অবদানের প্রশংসা করে, ক্যান্টাবারি এলাকার লাইব্রেরী সমুহে ষোল শত বাংলা বই, সিডি এবং ডিভিডি প্রদানের কথা বলেন। প্রধান বক্তা, বাংলাদেশ হাই কমিশনার মান্যবর লেঃ জেনারেল মাসুদউদ্দিন চৌধুরী তার বক্তৃতায় মুক্তি যোদ্ধাদের অবদানের কথা স্মরন করে, গত

কয়েক বছরের স্বাধীনতার ইতিহাস বিকৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি শ্রোতাদের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরেন - যে দেশ আমাদের এত সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছে, সে দেশকে বিনিময়ে আমরা কি দিয়েছি? সব শেষে, বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল অব অষ্ট্রেলিয়ার জনাব শেখ শামীমুল হক তার বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুর যেমন করে বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন, সেই পদাঙ্ক অনুসরন করে আজকের বিভক্ত বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ করার পথ খুঁজে বের করার জন্য সবার কাছে আবেদন জানান।

খাবারের বিরতির পর, শুরু হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। রীনা তার মনোমুগ্ধকর একক অভিনয় দিয়ে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলো একাত্তরের রক্ত ভেজা দুঃস্বপ্নের দিন গুলোতে। এর পরের আকর্ষন ছিল ঐকতানের পরিবেশিত সঙ্গীতানুষ্ঠান – সৃষ্টি সুখের উল্লাসে। প্রথমেই শীতল শীতল ছায়া ঢাকা, মায়ের আদর স্নেহ মাখা – গান দিয়ে মাতিয়ে দিল ঐকতানের ক্ষুদে শিল্পীরা। এর পর ঐকতানের নিয়মিত শিল্পী আনিস, রোকসানা, মিজান, শুভ্র, তোতা, শুভ এবং নিপুন এর সমবেত কণ্ঠে পরিবেশন করলেন স্বাধীনতার গান – আমরা বাঙ্গালী – বাংলা মোদের গর্ব, মা গো ভাবনা কেন, মোরা একটা ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি এবং কুল হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দিব রে। ঐকতানের শিল্পীদের তবলায় সহযোগীতা করলেন তায়েফ এবং অক্টোপ্যাডে ছিলেন রুবেল। সব শেষে জনাব মিজানুর রহমান তরুনের অনুরোধে দুটো গান গেয়ে শুনান জনাব নাসিম হোসেন। তাকে তবলায় সহায়তা করেন জনাব জাহিদ হাসান। অনুষ্ঠানের সার্বিক উপস্থাপনায় ছিলেন রাজিয়া সুলতানা এবং আশা ফারহানা।